Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 173 - 179
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

উনিশ শতকীয় ইতিহাসের প্রেক্ষিতে বঙ্কিম উপন্যাসের কথনবিশ্ব

ড. পৌলোমী রায়
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ, বজবজ কলেজ
Email ID : prpoulomiroy231@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
19th Century, Vande Mataram, Novel, History, Nationalism, Patriotism, Social reality, Literacy.

Abstract
Bankim Chandra Chattapadhyay (1838-1894) was the first Bengali novelist and the editor of the periodical Bengali magazine 'Bongodarshan'. His novels were profoundly influenced by the cohesive elements of the 19th-century renaissance, characterized by an emerging middle-class awareness, a romantic sensibility, and a deep engagement with historical consciousness. Before he started writing Novels, he was an earnest reader of history. His writing creativity with potent knowledge of History was reflected in his every novel. These two spirits were stirring in his novels 'Durgesnandini' (1865), 'Kopalkundala' (1866), 'Mrinalini' (1869), 'Chandrasekhar' (1875), 'Rajsingho' (1882), 'Anondomath' (1884), 'Devi Chowdhurani' (1884), 'Sitaram' (1887) etc. The Strength of his writing is - A Reader can experience the feel of Patriotism & Nationalism in his every Novel and it was intertwined with the world socio-political history & Indian Nationalist movement and the cultural Renaissance of the late 19th Century. Analogically we can mention 'Vande Mataram' which was published in 1882 as a part of his Bengali novel Ananandamath, it was written as a tribute to the motherland, personified as the goddess of the country. 'Vande Mataram' Its lyrics express devotion to India and reflect themes of patriotism and national pride. The first two verses of the song are usually sung, and its significance remains deeply rooted in Indian history and culture. All his novel had been written in the context of the traditions and reform movements, revival and conservation of Hinduism, conflict between eastern and western culture, deficiency of progressive approach, priority of socialism etc. which I have explained periodically in my paper. As one of the first modern novelist in Bengali literature, his works made the foundation for the future writer. His Contribution in Indian Cultural and literacy History has created a long-lasting impact.

Discussion

বাংলা উপন্যাসের প্রথম সার্থক শিল্পী 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ)। ঊনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁর সঙ্গে সংগতি রেখে তাঁর উপন্যাসে মধ্যবিত্ত শ্রেণিচেতনা-রোমান্স রস-ইতিহাসচেতনা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। কলকাতায় আইন পড়তে এসে এখানকার মনীষী ও সাহিত্যামোদী সহপাঠী ও বন্ধুদের প্রভাবে তিনি উপন্যাস রচনার স্পৃহা লাভ করেছিলেন। উপন্যাস রচনার আগে থেকেই তিনি ছিলেন ইতিহাসের মনোযোগী পাঠক, পরে তাঁর ইতিহাসপ্রীতির সঙ্গে আদর্শবোধ যুক্ত হয়েছে। এই যুগল সত্তাই ক্রিয়াশীল থেকেছে উপন্যাসের নির্মাণে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে ব্যবহৃত ইতিহাস তথা কালচেতনা অতীত ও ভবিষ্যতে প্রসারিত। তাঁর কালের এবং সমকালীন চিন্তাধারার মূল শুধুমাত্র সে যুগের স্বধর্মের মধ্যে নিহিত নয়। তাঁর পূর্বগামী কাল যে ধারায়, সে সব সামাজিক শক্তির পারস্পরিক সংঘাতে আন্দোলিত ও প্রভাবিত হয়েছে, যে ভাবতরঙ্গে বিক্ষুব্ধ হয়েছে, বঙ্কিমচন্দ্রের কাল সেই প্রবাহ ও ভাবতরঙ্গের ক্রমপরিণতি মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ববর্তীকালে ব্রিটিশ বিজয় প্রসূত গভীর এক সামাজিক-বিক্ষোভ লালিত হয়। যার ফলস্বরূপ সনাতন ভাবধারা ও নতুন চিন্তাধারার সংঘাতের মধ্য দিয়ে এই বিক্ষোভ বিকাশপ্রাপ্ত হয়, ভারতে নতুন ব্যক্তিসত্তা ও সংস্কৃতির আবির্ভাব হয়, যার স্বরূপে বঙ্কিমযুগের বৈশিষ্ট্য নিহিত ছিল।[১]

তাই স্বভাবতই বঙ্কিম উপন্যাসে ইতিহাসের প্রাসঙ্গিকতার নির্মাণে বঙ্কিম সমকালীন ঐতিহাসিক পটপ্রেক্ষার আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা পূর্ববর্তী কালের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবেই দেশীয় চেতনাকে অন্তরে ধারণ করে বিশ্বায়িত চেতনায় প্রবাহিত হয়েছিল, কেন-না হৃদস্পন্দে থেকে গেছে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি। ক্রমানুযায়ী দেখানো হল ইতিহাসের সেই উপল গতি।

১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দ : সাধারণতন্ত্রী আদর্শবাদের প্রসার, স্বৈরাচার ও পোপতন্ত্রের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ, ইউরোপে জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার ভিত্তিভূমি রচনা, কার্লমার্কস ও এঙ্গেলস কৃত 'কম্যুনিষ্ট মেনিফেস্টো'র প্রথম প্রকাশ, সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ফ্রান্সে নতুন জাতীয় পরিষদ গঠন।

১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দ : ম্যাটসিনির ১৮৩১ খ্রি. প্রতিষ্ঠিত 'ইয়ংইটালী' সংঘের প্রভাবে ইটালীতে নবজাগরণের অনুপ্রাণনা, বঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের হুগলি কলেজে প্রবেশ।

১৮৫০ খ্রিস্টাব্দ : প্রাশিয়ার ফ্রেডারিক উইলিয়ামের নেতৃত্বে আটাশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্টেটের একত্রীকরণ। গণতান্ত্রিক পথে না গিয়ে চণ্ডনীতিতে জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করার শপথ নিয়ে কর্মক্ষেত্রে বিসমার্কের প্রবেশ।

১৮৫১ খ্রিস্টাব্দ : কলিকাতায় ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন-এর প্রতিষ্ঠাতা, সেখানে প্রাচীন ও নবীনপন্থী, সনাতন ব্রাহ্মণ ও বিদ্রোহী ব্রাহ্ম সকলেই সমবেত হয়েছিলেন।

১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দ : ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির সনদের পুনর্বিবেচনার সময় ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন পার্লামেন্টে এক আবেদনপত্র পেশ করেন, সেখানে নানারকম সংস্কারের কথা বলা ছিল। পার্লামেন্ট এই দাবিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি। এই বছরই 'সংবাদ প্রভাকর'-এ কবিতা প্রতিযোগিতায় বঙ্কিমচন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন।

১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দ : স্যার চার্লস উডের 'এডুকেশন ডেস্‌প্যাচ' অনুযায়ী শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কার করা হয়।

১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দ : বিদ্যাসাগরের 'বিধবা বিবাহ' প্রথম ও দ্বিতীয় পুস্তিকার আবির্ভাব।

১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দ : হুগলি কলেজ থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে আগমন।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ : সিপাহি বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে ভারতীয় সামন্তরাজদের আত্মকর্তৃত্ব রক্ষার শেষ প্রচেষ্টা, কলিকাতা-মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর প্রকাশ।

১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দ : ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অবলুপ্তি, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়-এর ‘পদ্মিনী উপাখ্যান’-এর প্রকাশ, স্ত্রীশিক্ষার জন্য বিদ্যাসাগরের বহুসংখ্যক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, ওই বছরই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের ‘সোমপ্রকাশ’ পত্রিকার আবির্ভাব।

১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দ : জন স্টুয়ার্ট মিলের ‘On liberty’ পুস্তকের প্রকাশ, চার্লস ডারউইনের ‘Origin of Species’ গ্রন্থের প্রকাশ, ভিক্টর ইম্যানুয়লকে কেন্দ্র করে ইটালির গণ-মানসে স্বাদেশিকতার প্লাবন, এদেশে মধুসূদন দত্তের ‘শর্মিষ্ঠা’ নাটক এবং ‘একেই কি বলে সভ্যতা?’ প্রহসনের আবির্ভাব।

১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ : ইটালির একীকরণ আন্দোলনের বিস্তৃতি ও গ্যারিবল্ডির সাফল্য, এদেশে দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীলদর্পণ’ নাটকের প্রকাশ ও ‘তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য’কে কেন্দ্র করে মধুসূদন দত্তের কাব্যক্ষেত্রে আবির্ভাব, বঙ্কিমচন্দ্রের মেদিনীপুর জেলার নেগুয়াঁতে বদলি।

১৮৬১ খ্রিস্টাব্দ : রাশিয়ার ভূমিদাস প্রথার বিলোপসাধন, আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত, হার্বাট স্পেন্সারের ‘Education’, ‘Intellectual’, ‘Moral’, ‘Physical’ গ্রন্থের প্রকাশ, নীলদর্পণ গ্রন্থ ইংরাজিতে প্রকাশের অপরাধে পাদ্রী লং সাহেবের কারাদণ্ড, মধুসূদন দত্তের ‘মেঘনাদবধ’ কাব্য ও ‘কৃষ্ণকুমারী’ নাটকের প্রকাশ, ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ, মেদিনীপুরে রাজনারায়ণ বসুর ‘সুরাপান নিবারণী সভা’ ও ‘জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা’র প্রতিষ্ঠা, ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ‘ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট’ পাশ, এইসসময় বঙ্কিমচন্দ্র খুলনায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

১৮৬২ খ্রিস্টাব্দ : হার্বাট স্পেন্সারের ‘First Principles’-এর প্রকাশ, আমেরিকার নিগ্রোদের মুক্তি সম্পর্কে আব্রাহাম লিঙ্কনের ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘোষণা, ভারতে হাইকোর্ট ও বাংলায় ব্যবস্থাপরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র মোরেলগঞ্জের নীলকর সাহেবদের অত্যাচার দমনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। কালীপ্রসন্ন সিংহের ‘হুতোম প্যাঁচার নক্সা’র প্রথম খণ্ডের প্রকাশ।

১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দ : জন স্টুয়ার্ট মিলের ‘Utilitarianism’ গ্রন্থের প্রকাশ। প্যারীচরণ সরকার কর্তৃক কলকাতায় মদ্যপান নিবারণের জন্য সভা স্থাপন।

১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দ : রাশিয়ার শিক্ষিত যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে বৈপ্লবিক ভাবধারার প্রসার এবং জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার কর্তৃক জেলা ও প্রাদেশিক পরিষদ গঠনে স্বীকৃতি দান, ওই সময় বঙ্কিমচন্দ্র ২৪ পরগনার বারুইপুরে বদলি হন।

১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ : আমেরিকায় গৃহযুদ্ধের অবসান, এদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের পারিবারিক জীবনে গোলোযোগের কারণে বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর দাদা শ্যামাচরণ প্রাপ্য সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হন।

১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দ : জার্মানির একীকরণের উপলক্ষে বিসমার্কের নতুন পদক্ষেপ অবলম্বন, অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার যুদ্ধ, উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ, বিদ্যাসাগর-প্যারীচরণ প্রমুখের কাজের দ্বারা একাত্মবোধের বিকাশ।

১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দ : চৈত্র মেলা বা হিন্দু মেলার প্রতিষ্ঠা।

১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দ : কেশবচন্দ্র সেন ও তার অনুগামী ব্রাহ্মদের নগর কীর্তন।

১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ : ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ার যুদ্ধ, ভূদেব মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘এডুকেশন গেজেট’ ও হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ভারত সঙ্গীত’- এর প্রকাশ।

১৮৭১ খ্রিস্টাব্দ : ফ্রান্সের পরাজয়, প্যারিস কমিউন প্রতিষ্ঠা, ওয়াহাবী আন্দোলনের নেতার

যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, বিদ্যাসাগরের ‘বহু বিবাহ’ বইটির পুস্তকাকারে প্রকাশ,স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 24
Website: https://tirj.org.in, Page No. 173 - 179
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ : রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল-একাল' বক্তৃতা, বিদ্যাসাগরের 'বহু বিবাহ' সম্পর্কিত দ্বিতীয় গ্রন্থের প্রকাশ, কলকাতা ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা।

১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দ : ভার্ণাকুলার প্রেস সম্পর্কিত বিতর্কে দেশি সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মত গঠন।

১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দ : সিভিল সার্ভিস থেকে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিতারণ, বহু সংখ্যক দরিদ্র বাঙালিকে ভোজন করানোর পর শহরের রাজপথ বঙ্কিমচন্দ্রের জয়ধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে।

১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দ : স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠা।

১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ : মহারাণী ভিক্টোরিয়ার 'ভারত সম্রাজ্ঞী' উপাধি গ্রহণ। ডা. মহেন্দ্র সরকার 'ভারতীয় বিজ্ঞান সভা' স্থাপন করেন।

১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দ : তুরস্কের বিরুদ্ধে রাশিয়ার অভিযান।

১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ : ভার্ণাকুলার সম্পর্কিত দেশি সংবাদপত্রের স্বাধীনতাহরণ।

১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দ : ভারত 'আর্মস এ্যাক্ট' পাশ।

১৮৮১ খ্রিস্টাব্দ : লর্ড রিপণ কর্তৃক প্রেস আইন প্রত্যাহার, বঙ্কিমের পিতার মৃত্যু, এইসময় বঙ্কিমচন্দ্র হাওড়া থেকে হুগলি আসেন।

ঘটনাবহুল কয়েক বছরের ইতিহাসই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে নানা মাত্রায় ঘটনা ও চরিত্রের মাধ্যমে ধরা দিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক ছিলেন না, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস-বোধ ও অতীত চারণা তাঁর মধ্যে লক্ষ করা গিয়েছিল। ভারতীয়রা যখন ইতিহাস চর্চায় মন দিলেন, তখন তাঁদের মধ্যে জ্ঞানপিপাসা ও সত্যাবিষ্কারের প্রেরণা ছিল না, তা নয়, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে যখন এই প্রয়াস লক্ষিত হল, তখন দেশাত্মবোধের উন্মাদনা তাঁদের রচনাকে বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত করে তুলল। বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস চর্চা তাই উদ্দেশ্যপ্রেরিত। ঐতিহ্যানুরাগের সঙ্গে মিলে যায় অতীত রহস্যময় বর্ণাঢ্য যুগের রোমান্টিক সৌন্দর্য পিপাসা। প্রবন্ধে ও উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র যখন অতীতকে অবলম্বন করেন, তখন তার মধ্যে রেনেসাঁস ও রোমান্টিক যুগের প্রাচীনানুরক্তি প্রকাশ পায়। তিনি জানতেন, দেশকে বুঝতে হলে, অতীত ও বর্তমানের যুগ্ম পটেই তাকে স্থাপন করতে হবে।[২]

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৪টি উপন্যাসের মধ্যে অন্তত্পক্ষে ৮টি উপন্যাসে অতীত ইতিহাস পটভূমি রূপে পরিকল্পিত হয়েছে। স্বয়ং লেখকের মতে, রাজসিংহ-ই (১৮৮২ খ্রি.) প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস, অন্যগুলি অনৈতিহাসিক বা অর্ধ-ঐতিহাসিক, তবে সামগ্রিকভাবে বঙ্কিম উপন্যাসের গঠনশৈলীর দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, তিনি উপন্যাসে ইতিহাসের উপাদানকে দুইভাবে ব্যবহার করেছেন। দূর অতীতকে মোহময় করে তুলবার জন্য তাঁর প্রথমদিকের রচনাগুলিতে ইতিহাসকে ব্যবহার করা হয়েছে, আর পরবর্তী রচনাগুলিতে বিশেষ উদ্দেশ্যে ইতিহাসের প্রয়োগ হয়েছে। রোমান্স আর ইতিহাস মিলেমিশে গেছে তাঁর প্রথম যুগের উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫ খ্রি.), 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬ খ্রি.), 'মৃণালিনী' (১৮৬৯ খ্রি.) আর 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫ খ্রি.)-এ। রোমান্স হলেও মানবচরিত্র ও নিয়তি বিষয়ে উপন্যাসগুলির তাৎপর্য গভীর অতল, ইতিহাস সেখানে এসেছে বাস্তবতার ভিত্তি হিসাবে। এসবের মধ্য দিয়ে কোনো নৈতিক শিক্ষা বা বিশেষ বক্তব্য প্রচারিত হয়নি। কিন্তু পরবর্তীকালে 'রাজসিংহ' (১৮৮২ খ্রি.), 'আনন্দমঠ' (১৮৮৪ খ্রি.), 'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৪ খ্রি.), 'সীতারাম' (১৮৮৭ খ্রি.) প্রভৃতি উপন্যাসে সৌন্দর্য সৃষ্টির সঙ্গে মিশে গিয়েছে স্বদেশচেতনা ও জাতীয়তাবোধ। পাঠক মনে এই চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে ইতিহাসের প্রয়োগ ঘটেছে অনিবার্যভাবেই। বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছিলেন অতীতের ইতিহাসকে স্পষ্ট করে তুলবার জন্য নয়, উদ্দেশ্য ছিল ইতিহাসের পটভূমিতে প্রেমকাহিনি স্থাপন করা। সম্ভবত তিনি ওয়াল্টার স্কটের ইংরেজি রোমান্স পাঠের দ্বারাই এই জাতীয় রচনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। মনে করা হয় জন স্টুয়ার্ট মিলের 'History of Bengal' (১৮১৩ খ্রি.) এবং মার্শম্যানের 'Outline of the History of Bengal'

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 24
Website: https://tirj.org.in, Page No. 173 - 179
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

(১৮৩৯ খ্রি.) কে বঙ্কিম উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন ‘দুর্গেশনন্দিনী’, ‘চন্দ্রশেখর’, ‘সীতারাম’-এর ক্ষেত্রে। ‘রাজসিংহ’র জন্য বঙ্কিম প্রধানত কর্ণেল টডের ‘Annals and Antiquities of Rajasthan’ এবং সমসাময়িক বিদেশি ভ্রমণকারীদের ওপর নির্ভর করেছিলেন। গুলাম হুসেনের ‘সিয়র উল মুতাখরীন’কে ব্যবহার করেছেন ‘চন্দ্রশেখর’ ও ‘আনন্দমঠ’ লেখার সময়। নবাব মীরকাশিমের সঙ্গে ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির সংঘর্ষের ঘটনা ‘চন্দ্রশেখর’-এর বিষয়, ‘আনন্দমঠ’ আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাংলার দুর্বল শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহের ভিত্তিতে রচিত, আর অষ্টাদশ শতকের বাংলায় নবাবের শাসন থেকে ব্রিটিশ শাসনে উপনীত হওয়ার সময়ে ‘দেবী চৌধুরাণী’ লিখিত।[৩]

ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুঘলদের বাংলায় আক্রমণ বঙ্কিমের প্রথম উপন্যাস ‘দুর্গেশনন্দিনী’র মূল কাহিনি। আকবরের সেনাপতি মানসিংহ পাঠানদের দমন করার জন্য বাংলাদেশে আসেন ১৫৯০ খ্রিস্টাব্দে। বর্ধমানে পৌঁছে মানসিংহ জানতে পারেন যে তাঁর নির্দেশ মতো সৈয়দ সিংহ যোগ দিতে পারবেন না, বর্ষা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। ইতিমধ্যে পাঠান জায়গিরদার কতলু খাঁ সসৈন্যে অগ্রসর হতে থাকে। রাজা তাঁর পুত্র জগৎসিংহকে কতলু খাঁকে প্রতিরোধ করতে পাঠান। দুর্ভাগ্যবশত জগৎসিংহ পরাজিত ও বন্দি হন। কিন্তু কতলু খাঁ রোগে প্রাণত্যাগ করলে পাঠানরা সন্ধি করতে বাধ্য হলে জগৎসিংহ মুক্তি পান। এই ইতিহাসটুকুর ওপর বঙ্কিম প্রেমের আখ্যান যোগ করে ‘দুর্গেশনন্দিনী’কে রোমান্টিক উপন্যাসে পরিণত করেছেন, যা সম্মিলিতভাবে হয়ে উঠেছে তিন পুরুষের প্রণয়কথার গাঁটছড়া। উত্তম পুরুষ তিলোত্তমা, মধ্যম বিমলা ও প্রথম পুরুষ তিলোত্তমার মা (বিমলার বৈমাত্র দিদি)। এছাড়াও আয়েশার প্রতি ওসমানের প্রেম দেখানো আছে। এখানে চরিত্রের দ্বন্দ্ব ও জটিলতা নেই। ওসমান আয়েষাকে ভালোবাসে, আয়েষা জগৎসিংহকে ভালোবাসে। জগৎসিংহ আবার তিলোত্তমা অনুরাগী। প্রকৃত ইতিহাসের সঙ্গে প্রেমকাহিনি তিনি এমনভাবে যুক্ত করেছেন যে সমস্তটা সত্যের আভাস নিয়ে আসে।[৪]

দ্বিতীয় উপন্যাস ‘কপালকুণ্ডলা’তে ইতিহাসের ঘটনাকে কপালকুণ্ডলা-নবকুমারের সম্পর্কের মূল কাহিনি থেকে আলাদা করে রাখা হয়েছে। জাহাঙ্গীরের রাজ্য লাভ এবং লুৎফউন্নিসার প্রতি তাঁর গোপন আকর্ষণের জ্ঞাত ইতিহাসের বিষয়ই পটভূমি রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এই ঘটনার যোগ ছিল নবকুমার-কপালকুণ্ডলা-মতিবিবির সম্পর্কের জটিলতার সঙ্গে। তবুও মতিবিবির পরিশীলিত দরবার-জীবন এবং যুবরাজ সেলিমের অনুগ্রহলাভের আকাঙ্ক্ষা কপালকুণ্ডলার নিরাসক্ত প্রেমহীন দাম্পত্য জীবনে এক প্রখর শৈল্পিক বৈপরীত্যের সৃষ্টি করে। কপালকুণ্ডলা মানুষের জনপদ থেকে দূরে নির্জন অরণ্যে বড়ো হয়ে উঠেছিল। মতিবিবি একজন সাদাসিধে সংসারী মানুষের ঘরণী হবার আকাঙ্ক্ষায় তার রাজসভা জীবনের উচ্ছ্বল ঐশ্বর্য বা ভোগের লালসা পিছনে ফেলে রেখে চলে এসেছে। কপালকুণ্ডলা-মতিবিবি-নবকুমারের কাহিনি ইতিহাস নয়, অপরপক্ষে জাহাঙ্গীর-লুৎফউন্নিসার কাহিনি ভারত-ইতিহাসের অংশবিশেষ। বঙ্কিমের কাল্পনিক রোমান্সের সঙ্গে মিশে এই পটভূমি রচিত হয়েছে।

‘চন্দ্রশেখর’ উপন্যাসে ইতিহাস আরও তাৎপর্যপূর্ণ, বাংলাদেশ নবাবের হাত থেকে স্খলিত হয়ে ব্রিটিশের করতলগত হবার সময়ের ঘটনা এটি। প্রতাপ ও শৈবলিনীর প্রেমকাহিনিতে ইতিহাসের ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। উপন্যাসে দুটি প্লট— প্রতাপ-শৈবলিনীর কাহিনি এবং নবাব-দলনী কাহিনি। রাজনীতি এবং নিজের পরিবার উভয় ক্ষেত্রেই নবাবের ব্যর্থতা চন্দ্রশেখরের কাহিনির উপর ছায়াপাত করেছে এবং এক রমণীকে হতাশ অনুতপ্ত হয়ে ঘরে ফিরতে হয়েছে। এখানেও আছে ইতিহাস ও রোমান্সের বৈপরীত্য। তকি খাঁ ইতিহাসের চরিত্র আর দলনী রোমান্সের।

‘মৃণালিনী’ মুষ্টিমেয় সৈন্যসহ বখতিয়ার খিলজির হাতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর বঙ্গদেশের শেষ রাজা লক্ষ্মণসেনের পরাজয়ের কাহিনি। উপন্যাসে কেন্দ্রীয় বিষয় বিধবা রমণী মনোরমার সঙ্গে লক্ষ্মণসেনের বিচারমন্ত্রী হেমচন্দ্রের প্রেম। তিনি মনোরমাকে বিবাহ করতে চান, কিন্তু সমাজপতি না হলে তা সম্ভব নয়। তাই তিনি গোপনে রাজাকে সরিয়ে নিজে রাজা হয়ে বসতে চাইলেন। এজন্য তুর্কিদের সঙ্গে চুক্তিও করেন। এখানে কল্পনাপ্রবণ লেখক বঙ্কিম প্রকৃত ইতিহাসের পেছনে ব্যক্তিগত ক্রিয়ার আকাঙ্ক্ষাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

ভারতকলঙ্ক (১৮৭৩ খ্রি.), ‘ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা’ (১৮৭৩ খ্রি.) প্রবন্ধের প্রভাব পড়েছে ‘রাজসিংহ’ উপন্যাসে। সংঘবদ্ধ জাগরণের দৃষ্টান্ত হিসাবে মেবারকে নিয়ে দেখিয়েছেন মেবাররাজের সঙ্গে দিল্লির বাদশাহের যুদ্ধে সামান্য

সৈন্যদল নিয়ে হিন্দু রাজা পরাক্রান্ত দিল্লির বাদশাহের বিরুদ্ধতা করতে সাহসী হয়েছিলেন, কারণ পেছনে জনগণের নৈতিক সমর্থন ছিল। ঔরঙ্গজেব বাহুবলে রাজ্যশাসন করতেন, প্রজাদের নৈতিক সমর্থ কম ছিল। এই উপন্যাসের প্রথম সংস্করণে ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণিত হলেও পরে জেবউন্নিসা-মবারকের কাহিনি যুক্ত হয়েছে। ইতিহাসের প্রেক্ষিতে যে জ্বালাময় রূপ এঁকেছেন, তা অতুলনীয়।

হান্টারের 'Statistical Account of Bengal' এবং স্টুয়ার্টের 'History of Bengal' এর প্রভাব ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কিছু রিপোর্টের ছায়া পড়েছে 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী'তে। বিংশ শতকের প্রারম্ভে যেসব বিপ্লবী দল দেশের স্বাধীনতা অর্জনের প্রয়াসে বদ্ধপরিকর ছিলেন, তাদের একহাতে থাকত গীতা, অন্যহাতে আনন্দমঠ।[৫] বঙ্কিম দেবী চৌধুরাণীকে দেখিয়েছেন নিপীড়িতের রক্ষক হিসাবে যিনি তৎকালীন কোম্পানির দেওয়ান দেবী সিং-এর প্রজা শোষণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। এক সময় উত্তরবঙ্গের জনসাধারণের মুখে মুখে প্রচলিত ছড়ায় দেবী চৌধুরাণীর গুণগান প্রায় দেবী দুর্গার প্রশস্তির মতো ছিল। তখনকার দিনের সামাজিক অবস্থার কথা যা জানা যায়, বঙ্কিম তার যথাযথ বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি দেবী চৌধুরাণীকে নিষ্কাম ধর্মের মূর্তিমতী প্রতিমায় পরিণত করেছেন। প্রফুল্লের দরিদ্র সংসার, জমিদারবাড়ির সংসার, সেকালের জমিদারি প্রতাপ, এইসব অঞ্চলের অরণ্য-নদীর বর্ণনা একেবারে ছবির মতো, এই বাস্তব চিত্রের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল নিষ্কাম কর্মের তত্ত্ব। বাঙালি নারীর এই নেতৃত্বদক্ষতা বঙ্কিমের কল্পনা হলেও এরকম নারীই যে আমাদের সমাজে অসম্ভব নয়, ইতিহাস তার প্রমাণ।

'আনন্দমঠ' ও সন্ন্যাসীদলের কাহিনি। এই সন্ন্যাসী ও ফকিরের দল অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিপুল বিদ্রোহের সূচনা করে। ইংরেজের বিবরণে এরা ভবঘুরে লুঠেরার দল— উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ঘুরে বেড়াত। স্বদেশের জন্য এরা উৎসর্গীকৃত, বীরভূমের নবাবের বিরুদ্ধে তারা সংঘবদ্ধ। পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠলে নবাব শেষপর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাহায্য প্রার্থনা করতে বাধ্য হন। ফলে সন্ন্যাসীদেরও কোম্পানির সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়। উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটেছে ইংরেজ শাসনকে স্বাগত জানিয়ে, লেখকের মতে যারা আমাদের মধ্যযুগীয় অরাজকতা থেকে উদ্ধার করবে। এটি ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কাহিনি। কোম্পানির দেওয়ানের প্রজাশোষণের ফলে যেমন দেবী চৌধুরাণীর আবির্ভাব, তেমনি আনন্দমঠে সন্তানদের বিদ্রোহ। বস্তুত 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'আনন্দমঠে'র ঘটনা দেশের একই রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতে ঘটেছিল।

'সীতারাম' উপন্যাসের মূল সমস্যা হল আচার-বিচারে গোঁড়ামি ও ধর্মবিশ্বাসে বিরুদ্ধতা। 'সীতারাম' আখ্যায়িকার বীজমন্ত্র গীতার এই উক্তি—

'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।'

সীতারাম আদর্শ পুরুষ নয়, দোষে-গুণে জড়িত মানুষ। সেইখানেই এই উপন্যাসের সার্থকতা।

আলোচ্য উপন্যাসগুলি আলোচনার সূত্রে যে বৈশিষ্ট্যটি উদ্‌ঘাটিত হল, সেখানে বোঝা যায়, উপন্যাসের বিস্মৃতি অপরিসীম, এর মধ্যে পুরুষাণুক্রমিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ হতে পারে। একই সময়ে একাধিক চরিত্রের হৃদয়ে যে ভাবের উদয় হয়েছে, তার বর্ণনাও দেওয়া সম্ভব হয়েছে এবং সকল বিচ্ছিন্ন ঘটনা ও চরিত্রকে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করার চেষ্টা করা হয়েছে যা একান্তই ঔপন্যাসিকের নিজের।[৬] এই দূরদর্শিতা ও দৃষ্টির উদারতা নিয়েই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসে ইতিহাস ও সমাজবাস্তবতাকে মিলিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন। আর এই দুইয়ের মিশ্রণে উপন্যাসে মানবিক আবেদনটিকে বজায় রেখেছেন যথাযথভাবেই। এখানেই বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঔপন্যাসিকের সিদ্ধি ও ব্যাপ্তি।

Reference:

১. পোদ্দার, অরবিন্দ, বঙ্কিম-মানস, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৪, পৃ. ১
২. রায়, অলোক, প্রবন্ধকার বঙ্কিমচন্দ্র, বাগর্থ, ১৯৬৭, পৃ. ৩৩
৩. দত্ত, ভবতোষ, 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে ইতিহাস', ''বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস'', সাহিত্যলোক, ১৯৯৫, পৃ. ৩২-৩৩

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 24
Website: https://tirj.org.in, Page No. 173 - 179
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৪. সেন, সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৮১
৫. বিশী, প্রমথনাথ, বঙ্কিম-সরণী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১২৪
৬. সেনগুপ্ত, শ্রী সুবোধচন্দ্র, 'গঠনকৌশল : বঙ্কিম রীতি', 'বঙ্কিমচন্দ্র', এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৭, পৃ. ৩২